জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা – জুন ২০১০/০১

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম ঃ

* জাতিসংঘের প্রধান রাজনীতি বিষয়ক কর্মকর্তার শ্রীলঙ্কার উদ্দেশ্য যাত্রা, উদ্দেশ্য বিরোধ নিস্পত্তি ও মানাবাধিকার সংরক্ষন
* বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু উপলক্ষ্যে শান্তি ও উন্নয়নে খেলাধুলার শক্তিকে জাতিসংঘের অভিবাধন
* তিমুরের নারীদের উপর সহিংসতা রোধে জাতিসংঘের প্রধান কূটনীতিকের আলোচনার আহ্বান
* জি২০ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে বান এর দারিদ্রের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর জন্য সহয়তা কামনা

জাতিসংঘের প্রধান রাজনীতি বিষয়ক কর্মকর্তার শ্রীলঙ্কার উদ্দেশ্য যাত্রা, উদ্দেশ্য বিরোধ নিস্পত্তি ও মানাবাধিকার সংরক্ষন

১৪ জুন: জাতিসংঘ প্রধান রাজনৈতিক কর্মকর্তা আজ রাতে শ্রীলঙ্কার উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছেন। তিনি দক্ষিণ এশিয়ার এই এলাকার গত বছর সংঘটিত গৃহযুদ্ধ অবসানের পর বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সাহায্য করার জন্য বিশ্ববাসীর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে শ্রীলঙ্কায় যাচ্ছেন।

জতিসংঘের প্রধান রাজনীতি বিষয়ক উপমহাসচিব বি.লিন প্যাসকো তার দু’ দিন সফরে শ্রীলঙ্কার রাষ্টপতি মাহিন্দা রাজাপক্ষে এবং অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তা, বিরোধী দল, সংখ্যালঘু দলগুলোর প্রতিনিধি, তামিল নেতৃবৃন্দ, সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনায় বসবেন।

জাতিসংঘ মুখমাত্র ফারহান হক জানান যে, মি. প্যাসকো শ্রীলঙ্কার জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারী নীল বুন এবং জাতিসংঘ রাষ্টীয় দলের সাথেও দেখা করবেন ।

এই সফরে শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক বিরোধের অবসান, মানবাধিকার এবং বাস্তহারা মানুষের পুর্নবাসনের উপর গত বছর মে মাসে মহাসচিব বান কি মুন এবং মি.বাজাপক্ষের একসাথে দেয় বিবৃতির উপর আলোকপাত করা হবে।

জতিসংঘ এর পাশাপাশি গত বছর মে মাসে সরকারী বাহিনী এবং তামিল টাইগারদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের সহিংসতা ও মানাবাধিকার লংঘনের ব্যাপারে জবাব্দিহিতার জন্যও একটি বিশেষজ্ঞ দল তৈরী করছে।

বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু উপলক্ষ্যে শান্তি ও উন্নয়নে খেলাধুলার শক্তিকে জাতিসংঘের অভিবাধন

১১ জুন: দক্ষিন আফ্রিকায় আজ শুরু হওয়া বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগীতায় জতিসংঘ খেলার মাধ্যমে শান্তি ও উন্নয়নে আলোকপাত এবং বিভিন্ন অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের ব্যাপারে কর্মদ্যোগ গ্রহণের উপর কর্মসূচী গ্রহন করেছে ।
আফ্রিকায় প্রথমবারের মত অনুষ্ঠানরত বিশ্বকাপের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জাতিসংঘ বিভিন্ন কাজ যেমন শিক্ষা থেকে শুরু করে ক্ষুধা ও রোগ নিবারন এর মত লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করছে।

জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন আজ জোহানেসবার্গে বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার উদ্ভোধনী অনুষ্ঠানে এবং খেলায় উপস্থিত ছিলেন এবং

তিনি একে " আফ্রিকা মহাদেশের জন্য এক অসাধারন সময়" ও মানবজাতির জন্য বিরাট সাফল্য হিসেবে উলে-খ করেন।

জাতিসংঘ রেডিওকে তিনি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রায় ১০০,০০ মানুষের উত্তেজনা ও অবিশাস্য উদ্যম দেখে অভিভূত হয়েছেন বলে জানান।

" এটি বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের জন্য এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ব্যাপক আশার সঞ্চার করবে। আমি দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার এবং এর জনগনের অর্জনের ব্যাপারে অভিভূত" ।

আজকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল " বিজয়, সম্প্রতী এবং মিলনের ক্ষণ। ক্রীড়া আমাদের উন্নয়নের এবং রাজনৈতিক মিলন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপুর্ন উপাদান হিসেবে কাজ করে।"

মি. বান এবং জাতিসংঘ পরিবার বিশ্বকাপকে ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দের আটটি উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টায় কাজে লাগাচ্ছে।

জোহানেসবার্গে " শান্তির জন্য খেলা " গালা অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "মাঠে আমাদের প্রিয় দলকে উদ্দীপনা দেয়ার সাথে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য সমুহ অর্জনের জন্য আমাদের দর্শক হলে চলবে না, এক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যেকের অংশগ্রহন প্রয়োজন ।"

তিনি উলে-খ করেন, " একসাথে কাজ করলে আমরা দ্রারিদ্রকে জয় করতে পারি। আমরা নিরক্ষরতা, নিগ্রহতা এবং অভাবকে হরিয়ে দিতে পারি। আমরা প্রত্যেক নারী, পরুষ, ছেলে ও মেয়েকে তাদের জীবনক্ষেত্রে কাজ করা সুযোগ সৃষ্টির নিশ্চয়তা দান করতে পারি।"

জাতিসংঘ মাহাসচিবের ক্রীড়া বিষয়ক বিশেষ উপদেষ্টা উইলফ্রেড লেমকে বিশ্বকাপ বা অলিম্পিকের মত বিশাল ক্রীড়াযজ্ঞকে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশ উন্নয়ন তরান্বিত করার ব্যাপারে খেলাধুলার ব্যপক ক্ষমতা রয়েছে, যাতে তরুণেরাই মুলত অংশগ্রহণ করে।

জাতিসংঘের বেশ কিছু অঙ্গ সংগঠন বিশ্বকাপকে সবুজায়নের সুযোগ এবং এতে কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহন করেছে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ পরিবেশ কার্যক্রম এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার অংশগ্রহন করছে।

জাতিসংঘ শিশু তহবির শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বেশ কিছু অনুষ্ঠান আয়োজন করেছে। এতে রুয়ান্ডার এবং জাম্বিয়ার তরুণদের খেলা ময়দানে বড় পর্দায় ও প্রজেক্টরে বিশ্বকাপের খেলাগুলো প্রচার কর্মসুচিও গ্রহণ করেছে।
শিশু নির্যাতন, শোষন, য়ৌন নির্যাতন এবং শিশু পাচার রোধের লক্ষ্যে একটি বিরাট "লাল কার্ড" কর্মসুচীও গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে বর্ণবৈষম্য, অসহিষ্ণুতা, শিশুশ্রম, নারীদের উপর সহিংসতা, এইডস/এইচআরভি প্রতিরোধ, প্রতিকার ও সেবাদান।

তিমুরের নারীদের উপর সহিংসতা রোধে জাতিসংঘের প্রধান কুটনীতিকের আলোচনার আহ্বান

১০ জনু: দক্ষিণ-পুর্ব এশিয়ার দেশগুলোর লিঙ্গাবৈষম্য দুরীকরনের জন্য তিমুর -লিস্তের জাতিসংঘ কূটনীতীক দল আলোচনা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন।

জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ দুত আমিরাহ হক গতকাল দেশটির দক্ষিণ- পুবাঞ্চলের জেলা কোভালিমার একটি নারী পুণর্বাসনকেন্দ্র সফর করেন যেকানে অধিকাংশই ঘরোয়া বা যৌন নিপীড়োনের শিকার ।

স্বাধীন আলোনা দিবস নামক একটি অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে তিনি সালেল নামক একটি শহরে যান, যেখানে বেসরকারী সংস্থাসমূহ, ধর্মীয় গোষ্ঠি এবং পুলিশ ব্যাপকহারে শিশু পতিতাবৃত্তি এবং ঘরোয়া নির্যাতনের মত লিঙ্গাভিত্তিক সহিংসতার অভিযোগ করেছে।

সেখানে মিস হককে তিমুর লিস্তের পুলিশ বাহিনীর " আক্রান্ত ব্যাক্তি ইউনিট" এর পরিচালক, অ্যামিলিয়া ডি জিসাস অ্যামারাল জানান

যে তিমুরের নারীদের আইনের অশ্রয়গ্রহনের সুযোগ একেবারেই কম।

তিনি বলেন যে, "মহিলদের নিজেদের অভিযোগ, বিশেষ করে ঘরোয়া নিপীড়োনের অভিযোগ পুলিশের কাছে করার কোন উপায় নেই।"

এই বিশেষ প্রতিনিধি বলেন যে, "ব্যপক চাহিদা এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবোলা করার জন্য এখানে অনেক কিছুই করার রয়েছে।"

তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, আলোচনার মাধ্যমে জাতিসংঘ এবং তিমুর-লাস্তের বন্ধুত্ব দৃঢ় হবে এবং দেশটির নারীদের জন্য "শান্তি ও সুরক্ষা প্রতিষ্ঠিত " হবে।

স্বাধীন আলোচনা দিবস জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিলের যুগান্তিকারী ১৩২৫ ধারার ১০ম বছর পুর্তি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হবে। এই ধারায় নারীদের শান্তি ও সুরক্ষা প্রতিষ্ঠায় সমুধিকার এবং সম্পুর্ন সম্পৃক্তা এবং সিদ্ধান্ত গহনে তাদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা হয়েছে ।

জি২০ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে বান এর দারিদ্রের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর জন্য সহয়তা কামনা

৭ জুন - জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন এ সপ্তাহান্তে বিশ্বের শিল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর নেতাদের সম্মেলন জি২০ এ অংশগ্রহন করার সময় আজ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য দারিদ্রের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ও কর্মসুচীর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তিনি এসময়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২টি প্রতিষ্ঠানের প্রধান নেতাদের সাথে একটি ব্যক্তিগত বৈঠকে অংশগ্রহন করছিলেন ।

তিনি বলেন যে তিনি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষের পক্ষে সহয়তার প্রতিশ্রুতি পেয়ে উৎসাহিত হয়েছেন । কিন্ত তিনি চরম দারিদ্র ও ক্ষুধা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়ন, নারী ক্ষমতায়ন ও পরিবেশের ভারসম্য রক্ষায় আটটি লক্ষ্য যা ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জন করার চেষ্টা করা হচ্ছে, সেগুলোর জন্য অধিক বিনিয়োগের ব্যাপারে তাগিদ দেন।
সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য ছাড়াও নেতাগণ আফগানিস্তান, ইরান ,কিরগিজিস্তান এবং গাজার ব্যাপারেও আলোচনা করেন।

গতকাল এক নৈশভোজে মি. বান দারিদ্র এবং আক্রান্ত ব্যাক্তিদের সাহায্য করার জন্য আহবান জানান । এসব দেশের চরম অর্থনৈতিক সমস্য রয়েছে এবং বাজেট ঘাটতি ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে চলেছে।
" কোন অবস্থাতেই বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষদের জন্য আমাদের বাজেটে বরাদ্দ কমানো উচিত হবেনা।" - মি. বান আশাবাদ ব্যক্ত করেন

তিনি বিভিন্ন সরকারের কাছে বিশ্বমন্দা থেকে পরিত্রানের জন্য শুধুমাত্র ভোগের উপর নির্ভর না করে লাভজনস তিনটি ক্ষেত্র যেমন কৃষি, বনায়ন এবং স্বাস্থ্যক্ষেত্র বিনিয়োগ করার জন্য সহয়তা চান ।
আজ আলোচনা অনুষ্ঠানে শেষে জি২০ নেতাবৃন্দকে তাদের উদ্দেশ্য স্বচ্ছ করে তোলার জন্য মি. বান বলেন " চলুন আমরা এই তিনটি বিষয়ের উপর বিনোয়গকে বাস্তবে রুপান্তরিত করার জন্য সংকল্পবদ্ধ হই।"

২০০৮ সালের বিশ্বমন্দার পর থেকে ওয়াশিংটন, লন্ডন ও পিটসবার্গে পর্বে অনুষ্ঠিত জি২০ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোকে ভিত্তি করেই এ সপ্তাহের আলোচনাগুলো করা হয় ।

এছাড়া মি. বান বিশ্বের দরিদ্রতম এবং আক্রান্ত ব্যাক্তি এবং তাদের অর্থনৈতিক চাহিদাসমুহকে এজেন্ডাভুক্ত করার জন্য বিশ্বনেতাদের চাপ প্রয়োগ করেন ।
সর্বশেষে মি. বান সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমুহ অর্জনের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য নিউইয়র্কের জাতিসংঘের প্রধান কার্যালয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে আয়োজনের আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহন করেন।

** ** **